শেষ কথাঃ
একটি জুময়া খুতবা

ডঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলহামদুলিল্লাহি আসতায়ীনুহু ও আসতাগফিরুহু ওয়া আউযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়িয়্যাতি আ'মালিনা। ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দ।

ইয়াকুলুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ফিল কুর্‌আনিল মাজিদঃ ''ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আলামীন।''

আল-কুর্‌আনের ২১ নং সূরা আল-আম্বিয়ার ১০৭ নং যে আয়াতটি আমি এখনই পড়েছি তার অর্থ হচ্ছেঃ ''[ও মুহাম্মাদ!] আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত হিসেবে''।

এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করার আগে, আপনাদের সাথে মিলিত হওয়া এবং এই জুময়ার নামাজে যোগ দেবার তাওফিক দেবার জন্য আমি আল্লাহতায়ালার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আইওয়া-র একটি ছোট গ্রামীন শহর থেকে এক হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আপনাদের সাথে শামিল হয়েছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার নিকটবর্তী এলাকায় কোন মুসলিম কমিউনিটি নেই। আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী মসজিদ প্রায় ৭০-৮০ মাইল দূরে, যে কারণে নিয়মিত যোগদান সম্ভব হয়ে ওঠে না। আজ জুময়ার নামাজে অংশগ্রহণ করতে পারা এবং নতুন অনেকের সাথে পরিচিত হওয়ার আনন্দ ও তৃপ্তি তাই আমার জন্য বেশ মূল্যবান।

এই প্রেক্ষাপটেই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেই বিশেষ অনুভূতির দিকে যা আমাদের একত্রিত করে, আমাদের হৃদয়কে এক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে। আসলে এটা কি? আমরা হয়ত বলতে পারি, এটা আমাদের অভিন্ন বিশ্বাস, প্রত্যয়, ঐতিহ্য, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যদি গভীর ভাবে ভেবে দেখি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আসলে এর ভিত্তি বা উৎস হচ্ছে আল্লাহর 'রহমত' (তার প্রেমময় ও সংবেদনশীল মমতা)।

সেজন্যই যে আয়াতটিকে এই খুতবার মূল প্রসঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছি সে আয়াতটি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে ''সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত'' হিসেবে চিহ্নিত করে। আরেকটি আয়াতে তাকে ''মু'মিনদের জন্য রহমত'' হিসেবে পেশ করা হয়েছে [৯/আত-তাওবা/৬১] কিন্তু এই খুতবার মূল আয়াতটিতে আল্লাহতায়ালা আরও অগ্রসর হয়ে, মুহাম্মাদ (সঃ)-কে শুধু মু'মিনদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যই রহমত হিসেবে পেশ করেছেন। এই রহমত-এর প্রসঙ্গটিই এ খুতবার মূল বিষয়। আমরা ইসলাম প্রসঙ্গে যা কিছু শিখেছি বা শিখি - আইন-কানুন, বিধিমালা, আক্বীদা-বিশ্বাস, সঠিক ও বিশুদ্ধ আক্বীদা, বিশদ যে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা আমাদের পালনীয়, যে সব দায়িত্ব আমাদের আদায় করার কথা - সবই ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ। নামাজ ও যাকাত, ব্যক্তিগত ভুমিকা ও আচরণ - এ সব কিছুরই যথাযথ স্থান ইসলামে রয়েছে।

যেমনটি সন্তান-সন্ততির সাথে পিতা-মাতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অনেক কিছু আছে যা সন্তানদের করণীয়। সন্তানদের আচার-আচরণের ক্ষেত্রেও অনেক আকাঙ্খিত দিক রয়েছে। সামগ্রিক ভাবে পারিবারিক ক্ষেত্রে রয়েছে বিধিমালা, ট্রেডিশন ও মান (স্ট্যান্ডার্ড)। তবু প্রকৃতপক্ষে

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক স্নেহ-ভালবাসা ও মায়া-মমতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্যই সন্তানদের যখন ভুল-ভ্রান্তি হয়, পিতা-মাতা তাদের শুধরে দেয়। শাসনও করে। কিন্তু একই সাথে পিতা-মাতা স্নেহ-মমতায় তাদের কাছে টেনে নেয়।

আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালাকে জানা এমন একটি ব্যাপার যে ব্যাপারে মানুষ হিসেবে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমাদের পরিপূর্ণ জানা ও জ্ঞাতির আওতার বাইরে তিনি। প্রকৃতপক্ষে, যা কিছুই এ প্রেক্ষাপটে গায়েব (অদৃশ্য)-র পর্যায়ে পড়ে, তা চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ ভাবে জানার ব্যাপারে আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেজন্য আল্লাহতায়ালার সাথে আমাদের সম্পর্কের যথাযথ উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যাপারে সহায়তার জন্য আল্লাহতায়ালা নিজেই উপমা ও দৃষ্টান্তের ব্যবহার করেছেন। অন্য আরেকটি সূরায় তিনি বলেছেনঃ ''আমার রহমত সবকিছুতেই ব্যাপ্ত'' [৭/আল-আ'রাফ/১৫৬]

একটি হাদীসে কুদ্সীতে বর্ণিত হয়েছেঃ ''আল্লাহতায়ালা বলেছেনঃ 'আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর পরাক্রমশীল'' [ইমাম নাওয়ায়ী-র চল্লিশটি হাদীসে কুদ্সী, #১]। এটি মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা কারও সম্পর্কে আমাদের ধারণা তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ও তার প্রতি আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে। পিতামাতার ব্যাপারে আমাদের চেতনা যদি মূলতঃ ভীতি তাড়িত হয়, তাহলে এক ধরণের পারিবারিক সম্পর্ক ও পরিবেশ গড়ে ওঠে। অন্যদিকে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি যদি হয় ভালবাসা-মায়া-মমতা, তাহলে তা বেশ ভিন্ন রূপ নেয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ভয় ও ভালবাসা দুটোর-ই একটি সুষম ভারসাম্য হতে পারে এবং হওয়া উচিৎ, যেখানে প্রাধান্য থাকবে ভালবাসা-মায়া-মমতার।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। সচরাচর আল্লাহতায়ালা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ও জ্ঞান, বিশেষ করে যেমন করে আমরা তাকে বুঝি এবং যেভাবে তার সম্পর্কে আমাদের শেখানো-বোঝানো হয়, তাতে মূলতঃ আল্লাহতায়ালা হলেন কত পরাক্রমশালী। আমাদের দোজাহানের জীবনের ব্যাপারে তার জ্ঞান ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি কত প্রবল ও চূড়ান্ত। কিন্তু তাকে আমরা এভাবেই জানি ও বুঝি তাই কি আল্লাহতায়ালা চান?

ভেবে দেখুন। আল-কুর্আন আল্লাহতায়ালাকে বিভিন্ন ভাবে আমাদের সামনে পেশ করে। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী কুর্আনে তার নিরানব্বই নাম রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে আল্লাহতায়ালা নিজে দু'টি নাম বিশেষ করে চিহ্নিত করেছেন, যে দু'টি তিনি চান আমরা যে কোন কিছুর শুরুতে ব্যবহার করি। তিনি চাননি আমরা কোন কিছুর শুরুতে তাকে স্মরণ করি আল-ক্বাহ্হার, আল-জাব্বার অথবা অন্য কোন নামে। একই শাব্দিক মূল থেকে শুধু দু'টি নামে আল্লাহতায়ালা চান আমরা যেন জীবনের সবকিছু শুরু করি।

সে নাম দুটো কি? আমরা সবাই জানি সে নাম দু'টি রয়েছে বহুল উচ্চারিত 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম''-এর মধ্যেঃ আর-রাহমান ও আর-রাহীম। দেখা যাচ্ছে, আল্লাহতায়ালার এত গুলো নাম বা গুণাবলী থাকলেও, তিনি চান যে আমরা তাকে স্মরণ করি মূলতঃ এ দু'টি নামে বা বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগ দিয়ে। সেজন্যই এ ব্যাপারে কি কোন বিতর্ক থাকতে পারে যে আল্লাহতায়ালাকে বোঝার জন্য, তার ব্যাপারে আমাদের যথার্থ ধারণা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এ দু'টি নাম কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। যারা নিজেদের ওপর অথবা বিশেষ করে অন্যদের ব্যাপারে অতিমাত্রায় কঠোর, তাদের স্মরণ করা বা জানা উচিত, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সতর্কবাণীঃ ''শেষ বিচারের দিনে যাদের ব্যাপারেই চুল-চেরা বিচার হবে তারা ধ্বংস হবে'' [সহীহ মুসলিম, #৬৮৭৪]

আমাদের কোন ধরণের আশা নেই যদি আমাদের বিচার আল্লাহতায়ালা চুল-চেরা ভাবে করেন। আমার নিজের ব্যাপারে তো কোন আশা নেই-ই, আমাদের মধ্যে কেউ আছেন কি যিনি চুল-চেরা

বিচারে উত্তীর্ণ হবার দুরাশাা পোষণ করেন? তাহলে আমাদের আশা-ভরসার কিছু আছে কি?

নবীজী বলেছেনঃ ‘শেষ বিচারের দিনে কিছুই তোমাকে বাঁচাবে না; তোমার সৎ কাজও নয়’। তাকে সবাই জিজ্ঞেস করলোঃ ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকেও নয়?’ তিনি জবাব দিলেনঃ ‘না, আমাকেও নয়, যদি না আল্লাহতায়ালার রহমত আমার ওপর বর্ষিত হয়।’ [আল-বুখারীঃ খন্ড ৮, #৪৭০]। চিন্তা করুন! সৎ কাজ তাকেওবাঁচাবে না। কি তবে তাকে অথবা আমাদের বাঁচাবে? তা হচ্ছে আল্লাহর রহমত। সেজন্যই, আসুন আমরা আমাদের সৎ কাজ করে যাই, আমাদের আক্বীদা-বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করি ও রাখি, আমাদের যা কিছু করণীয় তা নিষ্ঠার সাথে করি। আর তার পর আল্লাহর রহমত যাতে আমাদের পক্ষে হয় সেটা উপেক্ষা না করি - সেই রহমত যা মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে টেনে আনে এবং এক স্বর্গীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে।

তাহলে কেমন করে আমরা আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে আরও সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল হতে পারি। সে প্রসঙ্গেই আল্লাহতায়ালা কিছু উপমা পেশ করেছেন। মানব জীবনে নিঃশর্ত ভালবাসা ও মায়া-মমতার পরিচয় আর কারও মাঝে মেলে না সেভাবে, যেভাবে মেলে মায়ের মাঝে। আর সব সম্পর্কই কিছুটা মিশ্রিত ও শর্তভিত্তিক বা প্রতিদানের প্রত্যাশা জড়ানো। মায়ের স্নেহ-মমতার মাঝ দিয়েই আল্লাহতায়ালার রহমতকে যতটুকু সম্ভব সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারা যায়। এটা কি আমার নিজের কথা? না আমার বোন ও ভাইয়েরা। এই জ্ঞান ও চেতনা আমরা পাই স্বয়ং নবীজী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কাছে থেকে। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে [রিয়াদুস সালেহীন, #৪১৮] যে একদিন তিনি তার সাহাবাদের সমাবেশে উপস্থিত থাকা অবস্থায়, একজন নারীকে দেখা যায় হন্তদন্ত, পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ী করছে তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানের সন্ধানে। যখন সে তার সন্তানকে খুঁজে পেল, তাকে সে কোলে তুলে নিল এবং কাছে নিয়ে দুধ খাওয়াতে শুরু করলো। নবীজী তার সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন যে তারা কি মনে করে এই মাতা তার সন্তানকে কখনো আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সাহাবারা জবাব দিলেন, ও রাসূলুল্লাহ, তা কেমন করে হবে? তা কি করে সম্ভব!

এক মূহুর্তের জন্য হলেও থামুন ও ভেবে দেখুন। এখানে কোন যৌক্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কথাবার্তা হচ্ছে না। এটা নিছক কমন সেন্স। কেমন করে একজন মা তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? এরপর নবীজী বললেন, তাই যদি হয়, তাহলে জেনে রাখ যে সন্তানের প্রতি এই মা যতটুকু মমতা পোষণ করে, আল্লাহতায়ালা তার বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও বেশী রহমত পোষণ করেন।

সুবহানাল্লাহ! এই আশাই তো আমার নিজের, এবং আশাকরি আপনাদের আশাও একই। তাই আসুন আমরা আমাদের সাধ্যমত সৎকাজ করে যাই। কিন্তু আমাদের যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, আমাদের আশান্বিত হবার কারণ রয়েছে কারণ আমরা যতটা মনে করি আল্লাহতায়ালা তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী করুণাময়, মমতাময়। তিনি আর-রাহমান, আর-রাহীম।

আরেকটি বর্ণনায় নবীজী অন্য একটি তুলনা পেশ করেছেন [রিয়াদুস সালেহীন, #৪২০]। আমরা আল্লাহতায়ালার রহমতের ওপর আমরা কোন সংখ্যা বা পরিমাপ আরোপ করতে পারি না। তবু, শুধু আমাদের বোঝার জন্য, যদি আল্লাহতায়ালার রহমতকে শতভাগে ভাগ করা হয়, তাহলে তিনি মাত্র তার এক-শতাংশ রহমত তার সৃষ্টিজগতকে দিয়েছেন। সেই এক শতাংশেরই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই মায়েদের সন্তানদের প্রতি তাদের অবারিত ও নিঃশর্ত মমতায়। শুধু মানুষ জগতেই নয়। এটি প্রাণীজগতের অন্যান্য মাতৃকূলেও প্রযোজ্য, যেমন করে পশু মাতারা তাদের শিশু সন্তানের যত্ন নেয়, সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করে। ওগুলো আল্লাহতায়ালার রহমতের মাত্র এক শতাংশ থেকে। তাহলে বাকী নিরানব্বই অংশ? সেগুলো কিসের জন্য? সুবহানাল্লাহ! তিনি ওগুলো রেখেছেন শেষ বিচারের দিনের জন্য। সেটাই আমার আশা। আপনাদেরও নয় কি?

এজন্যই আমি মর্মাহত হই যখন মুসলিমদের মাঝে দেখি ছোট-খাট বা খুটিনাটি বিষয়াদি নিয়ে নিরন্তর তর্ক-বিতর্ক। এটা-ওটা নিয়ে বাক-বিতন্ডা অথবা কোন্‌টা বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে আমরা অহরহই আমাদের মধ্যে অনাকাংখিত দূরত্ব সৃষ্টি করি। এ ঐ

মযহাবের লোক; ও ঐ ফেরকার লোক! এটা এইভাবে করতে হবে; ওটা ঐভাবে না করলে সব বরবাদ। ইত্যাদি। আমাকে ভুল বুঝবেন না। যা কিছু নবীজী আমাদের করতে এবং যেভাবে করতে শিখিয়েছেন - সেইসাথে যা কিছু আমাদের ঈমানের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত এবং যেভাবে হওয়া উচিৎ - তা সবই গুরুত্বপূর্ণ। তার পরেও গুরুত্বের দিক থেকে ইসলামে সব কিছুরই যথাযথ স্থান রয়েছে। বড় (কবীরা) জিনিসকে যেমন ছোট (সগীরা) বানানোর অবকাশ নেই, তেমনি তিলকে টেনে হিচড়ে তাল বানালেও চলবে না।

এ প্রসঙ্গেই আমাদের বোঝা প্রয়োজন যে আল্লাহতায়ালা আমাদের খুঁতবিহীন বা দুর্বলতাবিহীন (perfect) ভাবে সৃষ্টি করেননি যে আমরা কোন ভূল করবো না বা আমাদের কোন পদস্খলন হবে না। ভূল-ত্রুটি মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। প্রথম পুরুষ হযরত আদম ও তার জীবনসঙ্গী হযরত হাওয়া আমাদের সে বৈশিষ্ট্যের মৌলিক দৃষ্টান্ত। তাই, আল্লাহতায়ালা আমাদের কাছে থেকে নৈখুত্য বা পারফেকশন আশা করেন না। বরং তিনি আশা করেন যে কখনো কখনো আমরা যদি ভুল করি অথবা আমাদের পদস্খলন হয়, তাহলে আমরা শয়তানের পথ অনুসরণ করবো না এবং গর্বোদ্ধত হবো না অথবা আমাদের ভূল বা পাপের ব্যাপারে উদাসীন কিংবা একরোখা হবো না। তার পরিবর্তে আমরা আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার পথে চলবো। অর্থাৎ আমরা আমাদের ভূল স্বীকার করবো, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইব এবং নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করবো সেই ভূলের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে ব্যাপারে। আসলেই এ বিষয়টা আল্লাহতায়ালার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে [রিয়াদুস সালেহীন, #৪২২], ‘‘মানুষ যদি কোন ভুল-ত্রুটি-পাপ না করতো, তাহলে আমি নতুন কোন জাতি সৃষ্টি করতাম, যাতে করে তারা পাপ করতো ও আমি তাদের ক্ষমা করতে পারতাম।’’ সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহতায়ালা আমাদের ক্ষমা করতে ভালবাসেন এবং উভজগতেই আমাদের প্রতি রহমশীল হতে চান।

আমাদের কারও ভূল ধারণা হওয়া উচিৎ নয় যে এ হাদীসটি মন্দ কাজ বা পাপকর্মের ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়ার লাইসেন্স। হাদীসটির মূল শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অপূর্ণতা [imperfection] এবং তার সাথে আল্লাহতায়ালার ক্ষমা ও করুণাময়তার সংযোগ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা যে বাণী বা message পাচ্ছি আর যা অন্যদের কাছে দিচ্ছি তা আল্লাহতায়ালার করুণা, ভালবাসা ও রহমত নয়। বেশীর ভাগ সময়ই আল্লাহতায়ালার রহমত বা আমাদের প্রতি তার মমতাময় সংবেদনশীলতার পরিবর্তে আমরা প্রায় একচেটিয়া ভাবে জোর দিচ্ছি আল্লাহতায়ালার ক্ষমতা ও ক্রোধ এবং কেন ও কেমন করে তাকে আমাদের ভয় করা উচিৎ তার ওপর।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! আল্লাহতায়ালা আমাদের ব্যাপারে কেমন অনুভব করেন তার নিকটতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে মা। উল্লেখযোগ্য যে রহমত শব্দটিই হচ্ছে আল্লাহতায়ালার সর্বোচ্চ দুটি গুণ (সিফাত) আল-রহমান ও আল-রাহীম-এর উৎস। আল-কুরআনে সুন্দর করে বলা হয়েছেঃ

‘‘ও মানবজাতি! তোমার রব্বের ব্যাপারে সচেতন হও যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন; তার সাথে সৃষ্টি করেছেন অভিন্ন প্রকৃতির জুড়ি, এবং তাদের থেকে বানিয়েছেন অগণিত নর ও নারী; আল্লাহতায়ালার ব্যাপারে সচেতন হও যার মাধ্যমে তোমরা পরস্পরের থেকে অধিকার দাবী কর এবং সম্মান কর উদর (রাহ্ম, যা তোমাদের জন্ম দেয়); অবশ্যই আল্লাহতায়ালা সর্বদা তোমাদের ওপর নজর রাখেন।’’ [৪/আন-নিসা/১]

উদর! আরবী শব্দটি হচ্ছে রাহ্ম (singular), আর্হাম (plural)। এই রাহ্ম আল্লাহতায়ালার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি আল-কুর্আনে ঘোষণা দিয়েছেনঃ ‘‘তোমরা কি তাহলে, ... আত্মীয়তা (রাহ্ম)-এর বন্ধন কেটে ফেলবে? এরা তারাই যাদের ওপর আল্লাহতায়ালার অভিশাপ’’ [৪৭/মুহাম্মাদ/২২-২৩] চিন্তা করুন সেই রাহ্ম-এর ব্যাপারে। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এনেছেন সেই প্রজণন সিস্টেমের মাধ্যমে যার নাম রাহ্ম। আর আল্লাহতায়ালার সর্বোচ্চ দুটি সিফাত যে শব্দমূল থেকে এসেছে রাহ্ম-ও এসেছে সেই শব্দমূল থেকে। তাই আল্লাহতায়ার বাণী ‘‘আমার রহমত সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত’’।

আমি একজন পিতা। আপনাদের মধ্যেও অনেকেই। পিতা হিসেবে আমরা আমাদের সন্তানদের ভালবাসি। গভীরভাবে। কিন্তু আমরা সন্তান ধারণ করতে পারিনা। হযরত আদম ও হাওয়া, যাদের আল্লাহতায়ালা সরাসরি সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের পর শুধুমাত্র একজন সম্পর্কেই আমরা জানি যিনি কোন পিতা-মাতা উভয় ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছিলেনঃ নবী ঈসা (আঃ), হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর পুত্র। কিন্তু তিনিও কোন পিতৃসূত্রে আসেননি, জন্মেছিলেন শুধু মাতৃসূত্রে। তাই যে-ই এ দুনিয়ায় প্রকৃতিসম্মতভাবে আসে, তার আগমন রাহ্‌মের মাধ্যমে যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালার রহমত-ভালবাসার প্রতিফলন।

এবার ভাবুন। ভয়-ভীতি ভিত্তিক সম্পর্ক ভালবাসা-মায়া-মমতা ভিত্তিক সম্পর্ক থেকে ভিন্ন হয়। ভয়-ভীতির জগদ্দল ভার যখন মাথার ওপর না থাকে তখন আমরা প্রায়ই ভিন্নভাবে আচরণ করে থাকি। তখন আমাদের এ্যাটিচুডও ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মায়া-মমতা চুম্বকের মতো। ভীতি দূরে সরায়। ভীতি মানুষকে অথবা তাদের হৃদয়কে কাছে টানে না। মায়া-মমতা-ভালবাসা টানে। ভালবাসা-মায়া-মমতার অনুভূতিতে আপনি চিন্তা করেন যে আপনার আচরণ-কার্যক্রম আপনাকে যারা ভালবাসে বা আপনার প্রতি যারা মমতা পোষণ করে তাদের মনোঃকষ্টের কারণ হবে কিনা। এটা একেবারেই ভিন্ন অনুভূতি। তাই আল্লাহতায়ালা সম্পর্কে আমাদের ধারণা তিনি যেভাবে চান সেভাবেই হওয়া উচিৎ।

তার মানে এ নয় যে তিনি আল-কাহ্‌হার বা আল-জাব্বার নন। ও গুণাবলীগুলোও তারই। কিন্তু আল্লাহতায়ালা নিজে চান যে আমরা তাকে ভাবি ও স্মরণ করি ভিন্নভাবে। সূরা আল-ফাতিহা - যেটা আমরা নামাজের প্রতি রাকয়াতেই পড়ি, তাতে ভারসাম্যের সাথে বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহতায়ালা সমগ্র বিশ্বজগতের রব্ব। তিনি আর-রাহমান ও আর-রাহীম। তার মানে এ নয় যে তার রহমতের গুণাবলীর কথা ভেবে আমরা ভূল বুঝবো যে আমাদের কোন জবাবদিহীর দায়দায়িত্ব নেই এবং আল্লাহতায়ালার হেদায়েত ও নির্দেশনা উপেক্ষা করেও আমরা পার পেয়ে যাব। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে তিনি শেষ বিচার দিনের মালিকও। তাই এখানে রহমত-মায়া-মমতা আমাদেরকে একটি সুষম জীবনের দিকে নির্দেশনা দিচ্ছে। তার পরেও, সব কিছুরই সূচনা আল্লাহতায়ালার রহমত-করুণার স্মরণের মাধ্যমেই।

তাই আসুন আমাদের হৃদয়-মন রহমতের পরশে ভরে যাক যাতে করে আমাদের পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় ও সুন্দর হয়। যখন আমরা আমাদের সন্তানদের জড়িয়ে ধরি বা স্নেহমাখা চুম্বন করি, যখন তাদের মাথায় আমাদের আদরের পরশ বুলাই, আমরা যেন ভূলে না যাই যে আমাদের মাধ্যমেই আল্লাহতায়ালার রহমতই বইছে। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, কেননা আমরা প্রকৃতপক্ষে এ জীবনে আল্লাহতায়ালার রহমতেরই মাধ্যম (instrument)। আমাদের দাওয়াত ও আহ্বানে এই ভালবাসা-রহমতের বাণীই পৌছানো উচিৎ সমগ্র মানবতার কাছে।

আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর এই দিকটি সম্পর্কে যথাযথ অনুধাবণ ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক পর্যায়ে আমাদের জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবন ও চেতনা যখন আল্লাহতায়ালার রহমতের পরশ পায়, তখন আমাদের ব্যক্তিত্বের মৌলিক পরিবর্তন হয়। সে পরিবর্তন আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের ওপর ইতিবাচক প্রভাব না ফেলে ছাড়ে না। সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিসরেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। একই প্রভাবে, মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, প্রতিবেশী ব্যক্তি বা দেশগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্কও ভিন্নতর হয়। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক দায়িত্বশীলতা থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অথবা বিরোধ-নিষ্পত্তি থেকে আন্ত-ধর্ম সম্পর্ক - সব ক্ষেত্রেই আল্লাহতায়ালার রহমতের বাণীর আলোকে আমাদের জীবনকে গড়া মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহতায়ালার জন্য ভালবাসা আমাদের জীবনে ম্যাগনেটিক বন্ডের মত কার্যকরী হওয়া উচিৎ, যা আমাদের তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে এবং তাঁর হেদায়েতের প্রতি অনুগত হতে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, পদস্খলন হয়, তা যতই খারাপ হোক, তাঁর

রহমত, ক্ষমা ও মমতার আশা আমরা সবসময়ই করতে পারি আমাদের আত্মসমর্পণ, অনুতাপ ও বিনয়ের মাধ্যমে। তাঁর রহমতই আমাদের নাজাত-মুক্তির উপায়। আর কিছুই নয়, এমন কি আমাদের বিশুদ্ধ আক্বীদা এবং যথাযথ ও পর্যাপ্ত নেক আমল থাকলেও। চূড়ান্ত পর্যায়ে, আল্লাহতায়ালার রহমতই আমাদের ভরসা এবং সেটাই আমাদের পরম প্রয়োজন ও আকাংখা। আসুন আমরা স্বর্গীয় ভালবাসা ও রহমতের মাধ্যম (conduit) হই।

এ প্রেক্ষাপটেই উপসংহারে বলতে হবে আল্লাহতায়ালাকে বোঝার ক্ষেত্রে - যেমনটি বিসমিল্লাহ্‌তে - প্রথম কথা হচ্ছে রহমত। তাঁকে বোঝার ক্ষেত্রেও রহমতই শেষ কথা।

[এটি অক্টোবর ১৬, ১৯৯৮ সালে সিলভার স্প্রিং, ম্যারীল্যান্ড-এ মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারে দেয়া একটি খুৎবার অনুবাদ; লেখক আপার আইওয়া ইউনিভার্সিটির একজন সহযোগী অধ্যাপক; E-mail: farooqm@globalwebpost.com; Personal homepage: http://www.globalwebpost.com/farooqm]